বিষয়বস্তুঃ ১৫ টি বিষয় বিপদের কারণঃ

সফর মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২১ সফর ১৪৪৫ হিজরী, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত

ক্রমিক নং ১১১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ . أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ সফর মাসের ২১ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা ১৫ টি এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যার কারণে মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয়। জেনে রাখা দরকার, দুনিয়াতে মানুষ যেসব বিপদ আপদ ও বালা মুসীবতের শিকার হয়, তার একটি মূল কারণ হল মানুষের গোনাহ। সূরা শূরার ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়াল বলেছেনঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ

“তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসে,তা তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ মাফ করে দেন।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে মাযহারীতে হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ এ আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ সেই মহান আল্লাহর কছম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ আছে, যে ব্যক্তির (শরীরের কোন) শিরা ধড়ফড় করে, অথবা গায়ে কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা পাথরের আঘাতে জখম হয়ে যায়, বা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা যেসব গোনাহ মাফ করে দেন সেগুলোর সংখ্যা অনেক বেশি।

যদি সমাজের মধ্যে ব্যাপক ভাবে গোনাহের কাজ হতে থাকে, আর কেউ তার প্রতিবাদ না করে, তখন আল্লাহ তায়ালা ভাল-মন্দ সকলকে বিপদে পতিত করেন। ঝড়-বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ফল ফসলের ঘাটতি ও বিভিন্ন রকম রোগ ইত্যাদিতে মানুষ আক্রান্ত হয়। তাই আমাদের উচিত যে, আমরা নিজেরা গোনাহ বর্জন করব এবং অন্যদেরকেও গোনাহ থেকে নিষেধ করব।

১৫ টি গোনাহ মহা বিপদ বিপর্য্যয়ের কারণঃ

সুনানে তিরমিযীর ২২১০ নম্বর হাদীসে হযরত আলী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম বলেছেনঃ

إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلَاءُ فَقِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُوَلًا، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلُبِسَ الحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا

“আমার উম্মত যখন পনেরোটি কাজ করবে, তখন তাদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়া রসূলাল্লাহ ! তা কি কি? নবীজি বলেছিলেনঃ (১) যখন গণীমতের মালকে গায়ের জোরে নিজের সম্পদে পরিণত করবে। (২) আমানত বা গচ্ছিত সম্পদকে গণীমতরূপে আত্মসাৎ করবে। (৩) যাকাতকে জরিমানা মনে করবে। (৪) স্ত্রীর বশে থাকবে। (৫) মায়ের অবাধ্যতা করবে। (৬) বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (কিন্তু) (৭) পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে। (৮) মসজিদে চেচামেচি করা হবে। (৯) ইতর ও নিকৃষ্ট লোকেরা তার জাতির নেতা হবে। (১০) কারও অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তার সম্মান করবে। (১১) মদ পান করবে। (১২) রেশমী বস্ত্র পরবে। (১৩) গায়িকা রাখবে। (১৪) বাদ্য বাজনা ব্যবহার করবে। (১৫) এই উম্মতের শেষ যমানার লোকেরা তাদের পূর্ব সূরীদের লানত করবে। তখন তোমরা অগ্নি বায়ু অথবা ভূমিধস অথবা চেহারা বিকৃতির আযাবের অপেক্ষা করবে।”

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! এ হাদীসে যেসব গোনাহের কথা বর্ণিত আছে, আমাদের সমাজে এসব গোনাহের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গিয়ছে। এখন আমরা কয়েকটি গোনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

নবীজি বলেছেনঃ আমানত বা গচ্ছিত সম্পদকে গণীমতরূপে আত্মসাৎ করবে।

আমানতের অর্থ কি? অনেকেই মনে করেন, আমানতের অর্থ হল, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা বা কোন জিনিস গচ্ছিত রেখেছে, এটা তার কাছে আমানত। সময় মত সে জিনিস মালিককে দিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবেন, এটা অবশ্যই আমানত।কিন্তু আমানত কেবল এই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যার কাছে অন্যের কোন পাওনা বা হক আছে, তা সবই আমানতের অন্তরভুক্ত।

উদাহরণ সরূপ, যারা সমাজ বা জনগনের দায়িত্বে আছেন, তাদের কাছে সরকারের পক্ষ থেকে জনগনের জন্য যেসব সাহায্য আসে, তা আমানত। লোকদের মধ্যে তা সঠিক ভাবে বন্টন করা জরুরী। অন্যথায় এটা হবে আমানতের খিয়ানত।

মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি যার দখলে থাকবে, তা তার কাছে আমানত।প্রত্যেক ওয়ারিসকে তার হক আদায় করা জরুরী। কিন্তু দেখা যায়, এসব ব্যাপারে অনেকেই কোন গুরুত্ব দেই না। ওয়ারিসের সম্পদকে গণীমত মনে করে নিজের মালে যুক্ত করে থাকে। মনে রাখা দরকার, এটা মস্ত বড় পাপ। পরকালে তো এর শাস্তি আছেই, দুনিয়াতেও এসব গোনাহের কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হয়।

কোন ব্যক্তি কারও সামান্য পরিমান হক ফাঁকি দিয়ে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবে না। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনা দারের হক আদায় করতেই হবে।যেহেতু কিয়ামতের দিন কারও কাছে কোন অর্থ সম্পদ থাকবে না, তাই নেকির বিনিময়ে পাওনা দারের হক আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদীস জেনে রাখি, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কি জান অভাবগ্রস্ত কে? সাহাবারা বলেছিলেনঃ যার কাছে দিরহাম ও মালপত্র নেই সেই আমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত।তখন নবীজি বলেছিলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে কিয়ামতের দিন নামায,রোযা ও যাকাত (আদায় করার সাওয়াব) নিয়ে হাযির হবে, অথচ সে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ ভোগ করেছে, কাউকে মেরেছে।এরপর পাওনাদারের হক নেক আমল দ্বারা দেওয়া হবে। পাওনাদারের হক নেক আমল দ্বারা পূরণ করা না হলে হকের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে।এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।সহীহ মুসলমের ২৫৮১ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আর সহীহ মুসলিমের ২৫৮২ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ “কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা

আদায় করা হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীর কাছ থেকে শিং বিহীন বকরীর জন্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে।” অর্থাৎ দুনিয়ায় যদি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী কোন এমন বকরীকে আঘাত করে থাকে, যার শিং নেই, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা উভয় বকরীকে জীবিত করবেন, তখন শিং বিহীন বকরী শিং বিশিষ্ট বকরীকে শাস্তি দিয়ে তারপ্রতিশোধ নেবে। যারা সত্যিকার আল্লাহকে ভয় করে, তারা অপরের একটি পয়সাও ফাঁকি দিতে পারে না।

আমানাত দারীর একটি দুর্লভ ঘটনাঃ

সহীহ বুখারীর ৩৪৭২ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি জমি কিনেছিল, ক্রেতা সেই জমিনে একটি কলসী পায়, যা সোনায় ভরা ছিল। সে তখন জমি বিক্রেতাকে বলে, এ সোনাভর্তি কলসী আপনার। আমি আপনার কাছ থেকে জমি কিনেছি, সোনা ক্রয় করেনি।অতএব আপনি এটা নিয়ে যান। বিক্রেতা তখন বলে, না।আমি জমিন ও জমিনে যা আছে সব আপনার কাছে বিক্রয় করে দিয়েছি। সুতরাং এ সোনা আপানার। বিষয়টির মীমাংসের জন্য তারা এক ব্যক্তির কাছে বিচার নিয়ে যায়। বিচারক তাদের বললেনঃ আপনাদের কোন সন্তান আছে? তাদের একজন বলল, আমার একটি পুত্র আছে। অন্য জন বলল, আমার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বিচারক তখন বললেন, তোমরা সেই পুত্রকে মেয়েটির সাথে বিবাহ দিয়ে সোনাগুলো তাদের জন্য খরচ কর।

সুধীবৃন্দ ! মানুষ নিজের হক আদায়ের জন্য বিচারকের দারস্থ হয়। কিন্তু অপরের হক দেওয়ার জন্য বিচারকের দারস্থ হওয়ার এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আসল জিনিস হল তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। সত্যিকার আল্লাহর ভয় যার অন্তরে আছে সে কখনও পরের একটি পয়সা বা হক নিজে ভোগ করতে পারে না।

নবীজি বলেছেনঃ যাকাতকে জরিমানা মনে করবেঃ

অর্থ সম্পদ আল্লাহ তায়ালার দান। তিনি কাউকে বেশি সম্পদ দিয়ে মালদার করেন, আবার কাউকে করেন অভাবগ্রস্ত। তিনি যাকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন তার উপর মালের যাকাত ফরয করেছেন। যাকাতের মাল গরীবের হক। যখন সমাজের লোকেরা গরীবের এ হক আদায় করাকে নিজেদের উপর জরিমানা মনে করবে, তখন উম্মতের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হবে।

স্ত্রীর বশে থাকাঃ স্বামীরা যদি সর্ববিষয়ে স্ত্রীদের কথা মত চলে, স্ত্রীদের কথাই শেষ কথা। এর পরিনাম খুবই ভয়াবহ। তবে হ্যাঁ, পুরুষেরা বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ নিতে পারে, কিন্তু তাই বলে সর্বক্ষেত্রে তাদের কথামত চলা বা তাদের অনুসরণ করা ধ্বংসের কারণ হবে।

মায়ের অবাধ্যতা করাঃ

সন্তানের প্রতি মায়ের অবদান অপরিসীম। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা থেকে নিয়ে প্রসবকাল পর্যন্ত, শিশুকাল থেকে বালেগ হওয়া

পর্যন্ত, মায়ের কষ্ট ও পরিশ্রমের কথা যে সন্তান ভুলে যায়, মায়ের অবাধ্যতা করে, মাকে কষ্ট দেয়, তার মত অপদার্থ ও নির্বোধ আর কে হতে পারে? যখন সমাজে মা জননীদের প্রতি এমন অবিচার হবে, আর তার প্রতিবাদ করার কেউ হবে না, কেউ মুখ খুলবে না, নির্বোধ সন্তানদের বুঝ দেওয়ার মত কেউ হবে না, তখন তাদেরকে আল্লাহর গজবে পড়তে হবে।

বন্ধুর সাথে ভাল ব্যবহার করবে আর পিতার প্রতি অবিচার করবেঃ

বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। তবে বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে আর পিতার সাথে হবে দূর্ব্যবহার, এমন আচরণ খুবই নিন্দনীয়। যদি আমরা আমাদের সমাজের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে এমন বহু করুণ দৃশ্য দেখতে পাব যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক খুবই ভাল। তাদেরকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করা, তাদেরকে দাওয়াত করে উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, অথচ পিতা-মাতার কোন খবর নেয় না। তাদের ভাল খাবারের জন্য পয়সা জোটে না। পিতা-মাতার প্রতি এমন বেদনা দায়ক আচরণ উম্মতের উপর বিপদ আপদের একটি অন্যতম কারণ।

ভাই সকল ! কুরআন ও হাদীসে পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করার খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাদেরকে খুশি রাখতে পারলে সন্তানের জন্য জান্নাত। আর অসন্তুষ্ট রাখলে সন্তানের জন্য জাহান্নাম। মুসনাদে আহমাদের ৬৮৮২ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পিতামাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

বিপদের একটি কারণ মদ পান করাঃ

আল্লাহ তায়ালা মদ পান করা হারাম করেছেন। যারা মদপান করে পরকালে তাদের শাস্তি এই যে, জাহান্নামের এমন একটি নহর থেকে তাদের পান করানো হবে, যা জিনাকার নারীদের লজ্জাস্থান থেকে বার হওয়া রক্ত পুঁজ় দ্বারা প্রবাহিত। যার দুর্গন্ধে জাহান্নামীরাও কষ্ট অনুভব করবে। সহীহ ইবনে হিব্বানের ২৮৭৬ নম্বরে হযরত আবূ মূসা (রযি) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

নবীজি উম্মতের উপর বিপদ আসার যে কারণসমূহ বয়ান করেছেন, তার মধ্যে নাচ-গান ও বাদ্য যন্ত্রের কথা বলেছেন।

এ বিষয়টি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান টিভি ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজের বহু মানুষ কোন পথে চলছে তা আমাদের কারও অজানা নেই। নামায নেই,কালাম নেই, দলে দলে লোক টিভির সামনে বসে নাচ-গান শুনছে আর আড্ডা মারছে। নিষেধ করার কেউ নেই।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদেরকে সবরকম গোনাহ থেকে হিফাযত করুন।আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল